



Gillette — এক ব্লেডের মানচিত্রমালা

01 এপ্রিল 2058

আমি ঢুকে পড়েছিলাম আমার জীবনের শেষ মাসে — এমন এক সময়সীমায়, যা আর পিছিয়ে দেওয়া যায় না।

তিরানববই বছর বয়স, আর আমি বরাবর ভেবে এসেছিলাম আমি একজন জেলে।

দেখা গেল, আমি বালটাও বুঝিনি।

কেউ একজন একটা ছবিতে আমাকে ধরে রেখেছিল: কাঠের নৌকো, হাতে ছিপ, পিছনে ভিসুভিয়াস।

যেন আমি সেই মানুষ, যে শিখে নিয়েছে বঁড়িশি কোথায় ফেলতে হয়। যে মানুষ জানে।

তারপর ছবিটা আরও মন দিয়ে দেখলাম।

যে মাছটা আমি ধরেছি, সে নড়ছে না। বাতাসের জন্য খাবি খাচ্ছে না।

সে পড়ছে। পড়ছে GILLETTE NARRATIVE। ইংরেজিতে, স্প্যানিশে, চীনা ভাষায়, আমহারিকে, উর্দুতে, আরবিতে।

মাছটাকে আমি ধরেছি। মাছটা আমাকে খুঁটিয়ে পড়ছে।

বছরের পর বছর আমি বিশ্বাস করেছি, বিবর্তন মানে আরও বেশি ভাষায় কথা বলা, আরও বেশি মানচিত্র, আরও বেশি সংস্করণ থাকা।

বাইশটা সংস্করণ। পাঁচটা বছর খণ্ডের। সতেরোটার তো খণ্ড গোনাই হয়নি। কিন্তু শালা, কত লিখেছি আমি?

তারপর বুঝলাম, তুমি কতটা জল পাড়ি দিয়েছ, বিবর্তন মানে তা নয়। বিবর্তন হল, বঁড়িশিতে ঝুলে থাকার সময়ও পড়তে পারার মতো স্বচ্ছ মাথাটা তোমার আছে কি না।

এপ্রিল ফুল অন্যকে বোকা বানানোর ঠাট্টা নয়। এ সেই ঠাট্টা, যা জীবন তোমার সঙ্গে করে, যখন তুমি ভাবো তুমিই জেলে, আর আবিষ্কার করো তুমি আসলে মাছ।

আর ভাগ্য ভালো হলে, সেই দিন তুমি পড়তেও শিখে যাও।

আমি সেদিন তা শিখেছিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমি একেবারে শেষে পৌঁছে গিয়েছিলাম, আর সমাপ্তিরেখা কোনো স্মৃতি রেখে যায় না। রেখে যায় শুধু অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনাটুকু।

ফের্দিনান্দো